সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৪৪
WEEKLY BOOKLET:444

রমযানুল মুবারকের সাজসজ্জা

ফারুকে আযম ﷺ এর জন্য মাওলা আলী ﷺ এর দোয়া ০১
মাসজিদুল হারাম শরীফের সাজসজ্জা ০৪
মসজিদ আলোকিত করার ফযিলত ০৭
মাহে রমযানের প্রতি ভালোবাসার অনন্য উদাহরণ ১৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রমযানুল মুবারকের সাজসজ্জা

আত্তারের দোয়া: **হে আল্লাহ পাক!** যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা **"রমযানুল মুবারকের সাজসজ্জা"** পড়বে বা শুনবে, তাকে মাহে রমজানের প্রকৃত সম্মান করার তাওফিক দান করো এবং তার কবরকে আলোকিত করে তাকে তার মা-বাবাসহ তোমার প্রিয়তম শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে বসবাস নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত সাইয়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ -এর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বাণী হলো: নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওপর দরুদ পাঠ করা গুনাহসমূহকে এত দ্রুত মিটিয়ে দেয়, যা পানিও আগুনকে তত দ্রুত নেভাতে পারে না। এবং নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওপর সালাম পাঠানো গোলামদের আজাদ করার চেয়েও উত্তম।

(তারিখে বাগদাদ, ৭ /১৭২, নম্বর ৩৬০৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর জন্য মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর দোয়া

হযরত আবু ইসহাক হামদানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: (মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা) আমিরুল মুমিনীন হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা

رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ রমযানুল মুবারকের প্রথম রাতে বাহিরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, মসজিদ সমূহে চেরাগ জ্বলছিল আর মানুষ কুরআনুল করীমের তিলাওয়াত করছে। এটা দেখে তিনি ইরশাদ করলেন: نَوَّرَ اللّٰہُ لَکَ یَا عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ فِیْ قَبْرِکَ کَمَا نَوَّرْتَ مَسَاجِدَ اللّٰہِ بِالْقُرْآنِ অর্থাৎ হে আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ! আল্লাহ পাক আপনার কবরকে তেমনি আলোকিত করুক যেমনিভাবে আপনি মসজিদকে কুরআনুল করীমের তিলাওয়াত দ্বারা আলোকিত করেছেন।

(মাওসুয়াতে ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১/৩৬৯, সংখ্যা: ৩০)

তাঁদের সকলের উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষণ হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হার তরফ নুর ছানে ওয়ালা হে- মারহাবা চার সু উজালা হে
গমজাদা দিল কি কালইয়াঁ খিল উঠি-ওয়াহ! কিয়া বাত মাহে রমযান কি

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মানীত মেহমানের স্বাগতম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারকের কথা কীইবা বলব, এই মাসটি বড়ই রবকত, রহমত এবং মাগফিরাতের ধনভান্ডার। আল্লাহ পাক এই মুবারক মাসে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ আপন বান্দাদের উপর এই পরিমাণ বাড়িয়ে দেন যে, জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে জাহান্নামের দরজা বন্দ করে দেন। শুধু এটাই নয় বরং নেকীর প্রতিদান ও সাওয়াব কয়েক গুন বাড়িয়ে দেন। রমযানুল মুবারকের রোযাদারের উপর দিন হোক বা

রাত, আল্লাহ পাকের রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে কিন্তু আল্লাহ পাকের এই দয়াময় মাসটি শুধুমাত্র ২৯, বা ৩০ দিনের মেহমান হয়ে থাকে। সাধারণত কোন মেহমান যখন আমাদের ঘরে আসে তখন আমরা তাকে ভালোবাবে স্বাগতম ও আদর আপ্পায়ন করি । আর যদি একেবারে কোন সম্মানিত মেহমান আসেন তবে আমরা তাকে বিভিন্ন উপহার (Gifts) ও হরেক রকমের পানাহারের নেয়ামত পেশ করি, সুতরাং এই ধরনের মেহমানের অর্ভ্যথনার ধরনও ভিন্ন হয়ে থাকে । আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দানকৃত **"রমযানুল করীম"** আমরা গোনাহগারদের জন্য এক সম্মানিত ও দয়ালু মেহমান। এই কারণে এই মুবারক মাসের আগমনের উপর পুরো বিশ্বে আশেকানে রমযান মুসলমানরা আপন আপন দেশ, শহর, এলাকা, মসজিদ সজ্জিত করে এবং আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা যায় । আর কেনইবা আনন্দ প্রকাশ করবে না, এই মুবারক মাস এতটাই বরকত, রহমত এবং ক্ষমার মাস যে, এই মুবারক মাস আগমনের কারণে আনন্দিত হওয়া, একে অপরকে মুবারকবাদ দেওয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণীত।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৩/১৩৭)

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (রমযানুল মুবারকের আগমনের প্রেক্ষিতে) বলতেন: এই মাসকে স্বাগতম, যা আমাদেরকে পবিত্রকারী। **(তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ: ১৭৭)**

আয়া রমযান আগেয়া রমযান-
ওয়াহ! কিয়া বাত মাহে রমযান কি
জান রমযান পর মেরী কুরবান-
ওয়াহ! কিয়া বাত মাহে রমযান কি

মাসজিদুল হারাম শরীফের সাজসজ্জা

প্রায় পৌনে আটশ বছর পূর্বের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ পর্যটক আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে বতুতা লিখেন: মক্কা শরীফে অবস্থানকারীদের অভ্যাস হলো যে, যখন রমযানুল মুবারকের চাঁদ দেখা যেত, তখন খুব হৈচৈ শুরু হয়ে যেত, মাসজিদুল হারাম শরীফ (যে বরকতময় মসজিদে খানায়ে কাবা শরীফ অবস্থিত) তার মেঝেতে নতুন মাদুর বিছিয়ে দিয়ে, এত বেশি মোমবাতি ও মশাল জ্বালানো হতো যে, পুরো মাসজিদুল হারাম আলোতে ঝলমল করে উঠতো। মসজিদ শরীফে বিভিন্ন মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো, সবদিকেই আনন্দ ও খুশির আমেজ। চার সত্য মাযহাবের (অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী) রাসূল প্রেমীরা নিজ নিজ ইমামদের সাথে নামায আদায় করতেন। মাসজিদুল হারাম শরীফ কুরআন তিলাওয়াতকারীদের আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠতো, যা হৃদয়ে কোমলতা সৃষ্টি করতো এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতো। কিছু লোক কেবল খানায়ে কাবার তাওয়াফে ব্যস্ত, আবার কেউ কেউ হাতীমে একাকী নামায পড়ছেন। শাফেয়ী রাসূল প্রেমীদের অভ্যাস হলো তারা তারাবীর নামায আদায় করে তাদের ইমামের সাথে খানায়ে কাবা তাওয়াফ করতেন।

সেহরির সময় মাসজিদুল হারামের পূর্ব দিকের মিনারে নির্ধারিত 'জমজমি' মুয়াজ্জিন মানুষকে সেহরির জন্য আহ্বান জানান। প্রতিটি মিনারের চূড়ায় একটি কাঠের কড়িকাঠ লাগানো থাকে, যাতে কাঁচের দুটি বড় প্রদীপ জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। যখন ফজরের সময় ঘনিয়ে আসে, তখন এই প্রদীপগুলোকে একে একে নিচে নামিয়ে নেভানো হত এবং

www.dawateislami.net

তারপর আযান দেওয়া হত। পবিত্র মক্কার যে ঘরগুলো মসজিদে হারাম শরীফ থেকে দূরে অবস্থিত এবং যেগুলোতে আযানের শব্দ পৌঁছায় না, সেই রাসূল প্রেমীরা এই আলোকিত প্রদীপগুলো দেখে সেহরি করেন এবং যখন এগুলো অদৃশ্য হয়ে যেত, তখন তারা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিতেন।

দয়ালু মাস, রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে পবিত্র কুরআন খতম করা হত, যেখানে ইসলামের কাজী, ওলামায়ে কেরাম এবং শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করতেন। এই মাহফিলগুলোতে পবিত্র মক্কার উচ্চবংশীয় শিশুদের দিয়ে কুরআন খতম করানো হত। এরপর রেশম দিয়ে সজ্জিত মিম্বর তৈরি করা হত এবং মোমবাতি জ্বালানো হত। তারপর যে শিশু কুরআন খতম করেছে সে খুতবা অর্থাৎ নেকির দাওয়াত দিত। এরপর শিশুর বাবা লোকদের নিজের ঘরে আসার দাওয়াত দিত এবং বাড়িতে সেই ব্যক্তিদের মেহমানদারী করতেন ও তাদের চমৎকার খাবার এবং মিষ্টি খাওয়াতেন। রমযান মাসের পুরো শেষ দশকে, যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির দশক বলা হয়, তার বিজোড় রাতগুলোতে এটাই নিয়ম হয়ে থাকত।

সাতাশতম রাতের বিশেষ আয়োজন

মক্কাবাসীদের নিকট সাতাশতম রাত (লাইলাতুল কদর) সবচেয়ে মহিমান্বিত রাত। তারা এই বরকতময় রাতের প্রস্তুতি অন্যান্য সকল রাতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে করে থাকেন। এই বরকতময় রাতে মাকামে ইব্রাহিমের পেছনে পবিত্র কুরআন খতম করা হয়। হারাম শরীফে একটি বড় তিন তলা কাঠের কাঠামোর ওপর এত বেশি প্রদীপ ও মোমবাতি

www.dawateislami.net

জ্বালানো হয় যে, সেগুলোর উজ্জ্বলতা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ২৯তম রাতে মালেকী মাজহাবের ইমাম তাঁর কুরআন খতম সম্পন্ন করেন, যা লৌকিকতামুক্ত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি মাহফিল হয়।

(রিহলা ইবনে বতুতা, পৃ: ১০২ সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, আজকাল পবিত্র রমযান মাসে মসজিদে যে আলোকসজ্জা করা হচ্ছে তা কোনো নতুন বিষয় নয়, বরং আজ থেকে শত শত বছর আগেও মসজিদে হারামে আলোকসজ্জা করা হতো। এমনকি আজও বিশ্বের অনেক দেশে রমযানের আগমনে মসজিদ ও ঘরবাড়ি সাজানো হয়। বরং আমাদের প্রিয় শেষ নবী মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য যুগেও মসজিদে আলো জ্বালানোর রেওয়াজ বা ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল, যেমনটি

মসজিদে নববীতে প্রদীপ প্রজ্বলনের সূচনা

নবীজীর সাহাবী হযরত তামীম দারি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর গোলাম হযরত সিরাজ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মসজিদে খেজুরের ডাল ও পাতা দিয়ে আলো জ্বালানো হতো। আমরা 'কানাদিল' (এক ধরণের ঝাড়বাতি বা ফানুস যাতে প্রদীপ জ্বলে), জয়তুনের তেল এবং রশি নিয়ে এলাম এবং আমি ফানুসগুলো ঝুলিয়ে মসজিদে আলো জ্বালিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের মসজিদকে কে আলোকিত করেছে?" হযরত তামীম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন, আমার এই গোলাম। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেস করলেন, ওর নাম কী? তামীম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন, ফাতাহ। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, না, বরং ওর নাম সিরাজ

(প্রদীপ)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নাম রাখলেন সিরাজ। (ওয়াফাউল ওয়াফা ১/৫৯৬, আল-ইসতিয়াব ২/২৪২ সংক্ষেপিত)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের ওপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের অসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মসজিদে লাইটিং (আলোকসজ্জা) করার রেওয়াজ অনেক পুরনো

হযরত মুফতি আহমাদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত তাফসিরে কুরআন **'নূরুল ইরফান'**-এ লিখেন: হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বায়তুল মুকাদ্দাসে এমন আলোকসজ্জা করতেন যে, মাইলের পর মাইল দূর পর্যন্ত সেই আলোতে মহিলারা চরকা কাটতে পারতেন। হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বায়তুল মুকাদ্দাসে 'কিবরীতে আহমার' (লাল গন্ধক) জ্বালিয়েছিলেন যার আলো বারো বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতো এবং তিনি একে সোনা-রূপা দিয়ে সুশোভিত করেছিলেন। (তাফসিরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা: ৩০১)

তফসীরে **'রূহুল বয়ান'**-এ আছে: হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام মসজিদে এক হাজার সাতশ সোনার ঝাড়বাতি রূপার শিকল দিয়ে ঝুলানোর নির্দেশ জারি করেছিলেন।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, পারা: ১০, আত-তাওবাহ্, আয়াত: ১৮-এর অধীনে, ৩/৪০০)

মসজিদ আলোকিত করার ফযিলত

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত সায়্যিদুনা উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহকে আলোকিত করবে, আল্লাহ

পাক তার কবরকে আলোকিত করবেন। আর যে ব্যক্তি মসজিদকে পবিত্র সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত করবে, আল্লাহ পাক তার কবরে জান্নাতের সুঘ্রাণ প্রবেশ করাবেন। (শরহুস সুদূর বিশারহি হালিল মাওতা ওয়াল কুবুর, পৃষ্ঠা: ১৫৯ সংক্ষেপিত)

পবিত্র হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: যে ব্যক্তি মসজিদে প্রদীপ জ্বালায়, যতক্ষণ মসজিদে আলো থাকে ততক্ষণ সাধারণ ফেরেশতাগণ এবং আরশ বহনকারী বিশেষ ফেরেশতাগণ তার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন।

(তাফসীরে কবীর, পারা: ১০, আত-তাওবাহ্, আয়াত: ১৮-এর অধীনে, ৬ /১১)

হে মাহে রমযানের আশিকগণ! اَلْحَمْدُ لِلّٰه! রমযানুল মুবারকের আগমনে সারাবিশ্বে এই বরকতময় মাসকে বিভিন্নভাবে উদযাপন (Celebrate) করা হয়। অনেক দেশে রমযানের আগমনে ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটকে 'রমযানুল করীম' এবং 'আহলান ইয়া রমযান' ইত্যাদি নামের স্টিকার এবং হেলালে রমযান (অর্থাৎ রমযান শরীফের চাঁদ)-এর বোর্ড লাগিয়ে সাজানো হয়।

শিশুরা নতুন পোশাক পরে, হাতে বিভিন্ন ধরনের লণ্ঠন নিয়ে মোড়ে মোড়ে এবং অলিগলিতে রমযানের শুভেচ্ছা জানায় এবং এই মাসের আগমনে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ যেমন: আরব শরীফ, মিশর, ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতির রমযান উপলক্ষ্যে আনন্দ ও সাজসজ্জার বিভিন্ন ভিডিও দেখা যায়। মনে রাখবেন! কুরআন নাযিলের মাস রমযান শরীফ এবং শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর বিলাদতের (জন্মের) মাসে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও মহল্লাসমূহ সাজানোর ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে কোনো নিষেধ নেই। বরং কুরআনে করীমের ৮ নম্বর পারার সূরা আল-আরাফের ৩২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْۤ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ

(পারা: ৮, সূরা: আল-আরাফ, আয়াত: ৩২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি বলুন: কে নিষিদ্ধ করেছে আল্লাহর সেই শোভার বস্তুকে যা তিনি আপন বান্দাহদের জন্য সৃষ্টি করেছেন?

তাফসীরে **সিরাতুল জিনান**-এ আছে: এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়ত যে জিনিসকে হারাম করেনি তা হালাল। কোনো কিছু হারাম হওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন হয়, পক্ষান্তরে হালাল হওয়ার জন্য কোনো (আলাদা) দলিলের প্রয়োজন নেই।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ৮, আয়াত: ৩২, পৃষ্ঠা: ৩০৩)

জান্নাত সাজানো হয়

হাদিস শরিফে আছে: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, তাজদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হলো: নিশ্চয়ই জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত রমযান মুবারকের জন্য সাজানো হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩১২, হাদিস: ৩৬৩৩)

জান্নাত কে সাজান?

হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: একে (অর্থাৎ জান্নাতকে) সোনা দিয়ে সাজানো হয় এবং প্রকৃতপক্ষে এর সাজসজ্জা সম্পর্কে আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/৪৫৮, হাদিস নম্বর: ১৯৬৭ এর অধীনে)

মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: জান্নাত নিজেই সুসজ্জিত, তারপর একে আরও বেশি সাজানো হবে। এরপর যখন সাজানোর দায়িত্ব ফেরেশতাদের হয়, তখন তা কেমনভাবে সাজানো হয়

এর সাজসজ্জা আমাদের কল্পনা ও ধারণার বাইরে। কিছু মুসলিম রমযানে মসজিদগুলো সাজায়, সেখানে চুনকাম করে, পতাকা লাগায় এবং আলোকসজ্জা করে; মূলত এ সবের ভিত্তি হলো এই হাদিসটি।

(মিরআতুল মানাজিহ, ৩/১৪৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাস হলো شهرُ الله অর্থাৎ আল্লাহর মাস। এই বরকতময় মাসের আদব ও সম্মানের জন্য যে যত বেশি চেষ্টা করবে, সে তত বেশি সওয়াব পাবে। আল্লাহর রহমতে রমযান মাস আসার পর যে কেউ ভালোবাসা ও সম্মানের খাতিরে নিজের ঘর সাজায়, সে আল্লাহর রহমতের হকদার হয়। কারণ রমযান শরীফের প্রতি ভালোবাসা মূলত আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসা। কেননা এই বরকতময় মাসের প্রতি ভালোবাসা কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে, এই কারণেই এই প্রিয় মাসে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা বেড়ে যায়। এই বরকতময় মাসে অন্তর ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং যারা সারা বছর কুরআন তিলাওয়াত থেকে বঞ্চিত থাকে, তারাও কুরআন তিলাওয়াতের সৌভাগ্য লাভ করে। মসজিদগুলো নামাযী দ্বারা ভরপুর হয়ে যায় এবং সেহরি ও ইফতারের সময় পরিবেশ অনেক আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রমযান মানুষের অন্তর বদলে দেয়, কারণ এর আগমনেই মসজিদগুলোতে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে, তিলাওয়াত ও যিকিরের আধিক্য ঘটে। এগারো মাসের ওয়াজ (অর্থাৎ বয়ান) সেই প্রভাব ফেলতে পারে না, যা শুধু "রমযানের আগমন" ফেলে থাকে। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ২, আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫-এর অধীনে, ২/২০৫)**

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের জন্য ভালোবাসার উদাহরণ

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আখেরাতের উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা, যেমন ছাত্রের তার শিক্ষককে ভালোবাসা বা মুরিদের তার পীরকে এই জন্য ভালোবাসা যে, তাদের মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জন করে নেক আমল করতে পারে এবং আখেরাতে সফল হতে পারে, তবে এই ভালোবাসা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা। একইভাবে, একজন শিক্ষকের তার ছাত্রকে এই জন্য ভালোবাসা যে, এই ছাত্র জ্ঞান ছড়ানোর মাধ্যম হবে যার কারণে সে মহান আল্লাহর দরবারে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে, এই ভালোবাসাও আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অন্য এক স্থানে বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সুস্বাদু খাবার তৈরি করে এবং ভালো খাবার তৈরির কারণে কর্মচারীকে ভালোবাসে, তবে এই ব্যক্তিও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা পোষণকারী হিসেবে গণ্য হবে। **(ইহয়াউল উলূম ২/ ২০৩-২০৪)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রমযান মাসকে ভালোবাসি। রমযানের প্রকৃত আশেক, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কিছু কবিতার চরণে রমযান মাসের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। পড়ুন এবং রমযানের ভালোবাসায় আপ্লুত হোন:

মুঝকো রমযান ছে মহব্বত হে

মেরে রবকি ইয়ে খাস রহমাত হে - মুস্তফা কি বড়ি ইনায়াত হে
গাউস ও আহমদ রযা কি বরকত হে - মুঝকো রমযান ছে মহব্বত হে
মাহে রমযাঁ ছে জিস কো উলফত হে - কাবিলে রশক উসকি কিসমত হে
বেশক উস পর খোদা কি রহমত হে - কবরও মাহশর মে ওয়ো সালামত হে
মাহে রমযান জাহা মে ফির আয়া - মাগফিরাত কা পায়াম হে লায়া
রহমতে হক কা হো গেয়া সায়া - লাহজা লাহজা নুযুলে রাহমত হে
খুব রওনক হে মাহে গুফরান কি - কেইসি বরকত হে মাহে কুরআন কি
ওয়াহ কিয়া বাত মাহে রমযান কি - কিয়াহি রমযান কি শান ও শওকত হে
পেহলা আশরাহ হে খাস রহমত কা - দোসরা মাগফিরাত কা হে আশরাহ
তিসরে মে মিলেগি আযাদী - নার সে উস কো জিস পে রহমত হে
মসজিদে হো গেয়ি হে ফির আবাদ - বাড়হ গেয়ি নেকীয়ো কি হে তাদাদ
সারদ বদইয়ো কা হো গেয়া বাজার - বড়হ গেয়া জাযবায়ে ইবাদত হে
ওয়াহ সেহরি কি কিয়া বাহারেঁ হে - খুব ইফতার কি নাজারে হে
রোজাদারো কে ওয়ারে নিয়ারে হে - কিয়া তারাবীহ কি ভী লজ্জত হে
মাহে রমযাঁ কা গম আতা ফারমা - ইয়া খোদা! চাশমে নম আতা ফরমা
মাহে রমযান কে ইশক মে রোন া- দো জাহা কেলিয়ে সায়াদাত হে
মাহে রমযান কে রোযোদারো কি - খুশ নাসীবি হে আউর খোশ বখতী
উস কো ফয়যানে মাহে রমযান সে - খুলদ মিলতি হে মিলতি জান্নাত হে
মালিকে দোজাহাঁ পায়ে জানা - তু বানা উস কো আশিকে রমযাঁ
মাহে রমযান কে ইশক মে তড়পে - আরযে আত্তার রব্বে ইজ্জত হে

(ওয়াসাইলে ফিরদৌস, পৃ: ২০-৩০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মসজিদের সৌন্দর্য

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তারাবীহতে কুরআন খতমের সময় মসজিদে আলোকসজ্জা করা অনেক সওয়াবের কাজ (অর্থাৎ এটি সাওয়াবের কাজ কারণ এটিও মসজিদ আবাদ করার অন্তর্ভুক্ত)। মসজিদে নববীতে সর্বপ্রথম উন্নতমানের মেঝে হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বিছিয়েছিলেন, এর আগে সেখানে শুধু নুড়ি পাথর ছিল। এর জাঁকজমকপূর্ণ ভবন সর্বপ্রথম হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নির্মাণ করেছিলেন। এতে সর্বপ্রথম প্রদীপ বা চেরাগ প্রজ্বলন করেছিলেন তামীম দারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। ওমর ফারুক এর যুগে রমযানের তারাবীহ উপলক্ষে তিনি আলোকসজ্জা করেছিলেন এবং হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে কবরের নূরের জন্য দোয়া দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর কবরকে আলোকিত করুন। (রাসূলের সাহাবী হযরত দাহইয়া কালবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মসজিদে নববীতে আলোকসজ্জা করতেন, এই সকল ব্যক্তিই আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা ছিলেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা: ৩০১)**

মাহে রমযান شعائرُ الله বা আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খুশির উপলক্ষ, যেমন: জন্মদিন বা বিয়ে ইত্যাদি উপলক্ষে ঘরবাড়ি সাজানো এবং আলোকসজ্জা করা হয়। যদি রমযানের সম্মানে ভালো নিয়তের সাথে নিজের ঘর লাইটিং ইত্যাদি দিয়ে সাজান,দ তবে আল্লাহর রহমতে অবশ্যই সওয়াব পাবেন। মাহে রমযানের আগমনে আনন্দ প্রকাশ করা এবং এর সম্মানে ঘরবাড়ি ও দোকান সাজানো সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের কাজ। কারণ রমযানুল মুবারক হলো شعائرُ الله

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি) আর আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখা পরহেজগার লোকদের কাজ। যেমনটি ১৭ পারার সূরা হজ-এর ৩২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآىِٕرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

(পারা: ১৭, সূরা: হজ, আয়াত: ৩২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করে, তবে এটা হচ্ছে অন্তরগুলোর পরহেযগারীর লক্ষণ।

তাফসীরে নঈমীতে আছে: শাআইর (شعائر) বলতে এমন প্রতিটি জিনিসকে বোঝায় যার সম্মান করা স্রষ্টার ইবাদতের চিহ্ন, অথবা এমন নিদর্শন যা কায়েম করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং সেই স্থান, সময় এবং চিহ্নসমূহ যা দ্বীনের নিদর্শন বহন করে, সবই শাআইরুল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন)।

কাবা, আরাফাত, মুজদালিফা, সাফা-মারওয়া, মিনা, মসজিদসমূহ এবং বুজুর্গদের মাযারসমূহ, ঠিক তেমনি রমযান, ঈদ, জুমা ইত্যাদিও দ্বীনের নিদর্শন। (তাফসীরে নঈমী, ২/৯৭ সংক্ষিপ্তসার)

বরং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে যে জিনিসেরই সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাও শাআইরুল্লাহ বা আল্লাহর নিদর্শনে পরিণত হয়। হযরত বিবি হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا -এর পবিত্র কদম মুবারক যখন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে লেগেছিল, তখন সেই পাহাড়গুলো আল্লাহর নিদর্শনে পরিণত হয়েছিল, যার বর্ণনা পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারার ১৫৮ নম্বর আয়াতে বিদ্যমান।

দয়ালু মাস

আল্লাহ পাকের মেহমান **'মাহে রমযান'**, উম্মতে মুস্তফার জন্য অত্যন্ত দয়ালু এবং রহমানের পক্ষ থেকে এক রহমত স্বরূপ। এর প্রতিটি মুহূর্ত রহমতে পরিপূর্ণ। রোযাদারের ঘুমানোও ইবাদত, নফলের সাওয়াব ফরজের সমান এবং ফরজের সাওয়াব ৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য মাসের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট দিন বা রাত বরকতময় হয়, কিন্তু এই সম্মানিত মাসের (রমযান) প্রতিটি দিন এবং রাত রহমত ও বরকতের খনি। অন্যান্য ইসলামী মাসের তারিখ হয়তো মনে থাকে না, কিন্তু এই বরকতময় মাসের প্রতিটি দিন গুনে গুনে অতিবাহিত করা হয়। আমরা আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করি যে, তিনি আমাদের তাঁর প্রিয় শেষ নবী মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের মাহে রমযানের নেয়ামত দান করেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! গত এক বা দুই বছর ধরে রমযানের প্রকৃত আশিক আমীরে আহলে সুন্নাত (দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা)-এর উৎসাহে আশিকানে রাসূলদের দ্বীনি সংগঠন 'দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে রমযান উপলক্ষে বিভিন্ন প্যানাফ্লেক্স এবং কার্ড তৈরি করা হচ্ছে। যা এর অ্যাপ থেকে ঘরে বসেই অর্ডারের মাধ্যমে আনিয়ে ঘর সাজানো যায়[১]।

---

১. মাকতাবাতুল মদীনার অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন।

www.dawateislami.net

মাহে রমযানের প্রতি ভালোবাসার অনন্য উদাহরণ:

২০২৪ সালে উপসাগরীয় দেশ আরব আমিরাত (দুবাই) সরকার **"খলিজ নিউজ"**-এর খবর অনুযায়ী:

এই খবরটি অনেক নবীপ্রেমীকের মন খুশিতে ভরিয়ে দিয়েছে যে, পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষে যে তার বাড়ি সবচেয়ে সুন্দর করে সাজাবে, তাকে ১,০০,০০০ দিরহাম পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের জন্যও পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে।

খবরের বাংলা অনুবাদ: ব্র্যান্ড দুবাই (যা দুবাই গভর্মেন্ট মিডিয়া অফিসের একটি শাখা) এবং ফিরজান দুবাই যৌথভাবে "দুবাইয়ের সেরা সাজানো রমযান ঘর" প্রতিযোগীতার ঘোষণা করেছে। এই প্রতিযোগীতার মাধ্যমে দুবাইয়ের বাসিন্দা পরিবারগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যাতে তারা পুরো রমযান মাসজুড়ে তাদের ঘরগুলোকে সাজসজ্জা এবং আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে।

এই প্রতিযোগীতায় দুর্দান্ত সব পুরস্কার রাখা হয়েছে, যেখানে
প্রথম স্থান অধিকারকারীকে ১,০০,০০০ দিরহাম
দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারীকে ৬০,০০০ দিরহাম
তৃতীয় স্থান অধিকারকারীকে ৪০,০০০ দিরহাম দেওয়া হবে।

প্রথম তিনটি পুরস্কার ছাড়াও অন্য সাতজন অংশগ্রহণকারীদের জন্য ওমরাহ টিকিটও দেওয়া হবে। এই প্রতিযোগীতা উৎসাহিত করে যে, নিজের ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে রমযানুল মুবারক পূর্ণাঙ্গভাবে উদযাপন করুন। রমযানুল মুবারক বিদায় নেওয়ার কয়েকদিন আগে যারা

প্রতিষ্ঠানটিকে তাদের ঘর সাজিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন, তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। পাঠকদের আগ্রহের জন্য, এই প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অর্জনকারী বাড়ির ছবি (যা এই বইটির প্রচ্ছদে রয়েছে) এবং সম্পূর্ণ খবর কিউআর (QR) কোড আকারে পেশ করা হলো। এই ঘর সাজানো ব্যক্তিদের বক্তব্য হলো, এই ঘর সাজাতে আমাদের কমবেশি পাঁচ দিন সময় লেগেছে।

ইবাদত এবং মাহে রমযানের সম্মানে বিশেষ আয়োজন

নবীজির সাহাবী হযরত তামীম দারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চার হাজার দিরহাম দিয়ে একটি দামি ও চমৎকার পোশাক কিনে রেখেছিলেন। সুতরাং যে রাতে লাইলাতুল কদরের সম্ভাবনা থাকত, তিনি বিশেষভাবে সেই পোশাকটি পরিধান করতেন এবং সারা রাত যিকির ও ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন।

(আত তাহাজ্জুদ ওয়া কিয়ামুল লাইল লি-ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১/৩১১ সারাংশ)

ইমামে আযম আবু হানিফা হযরত নোমান বিন সাবিত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ রাতের নামাযের জন্য মূল্যবান জামা, পায়জামা, পাগড়ি এবং চাদর পরিধান করতেন যার মূল্য ছিল দেড় হাজার দিরহাম। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِপ্রতি রাতে নামাযে এই পোশাক পরতেন এবং বলতেন যখন আমরা সাধারণ মানুষের সাথে ভালো পোশাকে সাক্ষাৎ করি, তবে আল্লাহর সাথে কেন সর্বোত্তম পোশাকে সাক্ষাৎ করব না?

(তাফসীরে রুহুল বায়ান, পারা-৮, আল-আরাফ, আয়াত-৩১ এর অধীনে, ৩/১৫৪ সারাংশ)

মাহে রমযানের লাইটিং এ (আলোকসজ্জায়) সতর্কতা

হে আশেকানে রমযান! রমযান মুবারক বা মিলাদুন্নবীর সাজসজ্জা যা-ই হোক না কেন, এ কথা খেয়াল রাখা আবশ্যক যে, যখন গভীর রাতে মানুষের আনাগোনা শেষ হয়ে যাবে তখন ঘরের আলোকসজ্জা (লাইটস ইত্যাদি) বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কারণ, এই আলোগুলোর উদ্দেশ্য হলো মানুষের হৃদয়ে মাহে রমযানের মর্যাদা ও সম্মান এবং মাহে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে হযরত বিবি আমিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا-এর প্রাণপ্রিয় সন্তান, প্রিয় রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর দুনিয়ায় আগমনের খুশি প্রকাশ করা। যখন মানুষের যাতায়াত শেষ হয়ে গেল, তখন সাজানোর উদ্দেশ্যও পূরণ হয়ে গেল। সুতরাং নিজ নিজ এলাকার প্রথা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী লাইটস বন্ধ করে দিন।

মসজিদের চাঁদা দিয়ে পবিত্র রমযানের সাজসজ্জা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ তার কিতাব 'চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর'-এ লিখেছেন: যদি চাঁদা প্রদানকারীদের সুস্পষ্ট (সারাহাতান) বা ইঙ্গিতগত (দালালাতান) অনুমতি থাকে, তবে করা যাবে, অন্যথায় নয়।

সুস্পষ্ট অনুমতি (সরাহাতান) এর অর্থ হলো মসজিদের জন্য চাঁদা নেওয়ার সময় বলে দেওয়া যে, আমরা আপনাদের চাঁদা থেকে মিলাদুন্নবী, গিয়ারভী শরীফ, শবে বরাত ইত্যাদি বড় রাতগুলোতে এবং পবিত্র রমযান মাসে মসজিদে আলোকসজ্জা করব এবং দাতা তাতে অনুমতি প্রদান করেন।

ইঙ্গিতগত অনুমতি (দালালাতান) এর অর্থ হলো চাঁদা প্রদানকারী জানেন যে, এই মসজিদে মিলাদুন্নবী, অন্যান্য বড় রাত এবং রমযানুল মুবারকে আলোকসজ্জা করা হয় এবং তাতে মসজিদের চাঁদা ব্যবহার করা হয়।

তবে নিরাপত্তা এতেই যে, আলোকসজ্জা ইত্যাদির জন্য আলাদাভাবে চাঁদা তোলা হোক, যে পরিমাণ চাঁদা হবে তা দিয়েই আলোকসজ্জা করা হোক এবং আলোকসজ্জায় যে বিদ্যুৎ খরচ হবে তার বিলও সেই টাকা থেকেই পরিশোধ করা হোক। (চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর, পৃষ্ঠা-২০)

ঘরে মসজিদ (নামাজের স্থান) বানানো সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘরে নামাজের জন্য যে জায়গা নির্ধারণ করা হয় তাকে **'মসজিদে বাইত'** বলা হয়। (ফাতোওয়ায়ে রযভীয়া, ২২/৪৭৯ সংক্ষেপিত) আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: 'যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার মসজিদে নামায আদায় করে নেয়, তখন তার উচিত নিজের ঘরের জন্য নামাযের কিছু অংশ বাকি রাখা। কেননা আল্লাহ পাক এই নামাযের কারণে তার ঘরে কল্যাণ ও বরকত দান করবেন।

(মুসলিম, পৃ: ৩০৬, হাদিস: ১৮২২)

হে আশেকানে রাসূল! পূর্বের পবিত্র যুগের মুসলমানদের ঘরে মসজিদে বাইত (অর্থাৎ ঘরোয়া মসজিদ) থাকত। আফসোস! এখন ঘরবাড়িতে বেডরুম, ড্রয়িংরুম, ড্রেসিংরুম, স্টাডিরুম, ফিটনেস রুম, টিভি লাউঞ্জ এবং আরও কত কী বানানো হচ্ছে। যদি কিছু না বানানো হয় তবে তা হলো মসজিদে বাইত এবং ওজুখানা। হিম্মত করুন! ভালো ভালো নিয়তের সাথে নিজের ঘরে মসজিদে বাইত তৈরি করুন এবং

সাওয়াবের অধিকারী হোন। **'বাহারে শরীয়ত'**-এ মসজিদে বাইত তৈরির উৎসাহ দিয়ে লেখা হয়েছে, নারীদের জন্য এটি মুস্তাহাব যে, ঘরে নামায পড়ার জন্য কোনো জায়গা নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং উচিত যে সেই জায়গাটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সবচেয়ে ভালো হয় যদি এই জায়গাটিকে মঞ্চ বা বেদীর মতো উঁচু করে নেওয়া যায়। বরং পুরুষদেরও উচিত নফল নামাযের জন্য ঘরে একটি নির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করা, কারণ ঘরে নফল নামায পড়া উত্তম।

(দুররে মুখতার মাআ রদ্দুল মুহতার, ৩/৪৯৪; বাহারে শরীয়ত, ১/১০২১, অংশ: ৫)

মনে রাখবেন! 'মসজিদে বাইতের (ঘরের মসজিদ) জন্য পুরো একটি কামরা (ROOM) হওয়া জায়েয হলেও তা আবশ্যক নয়। কোনো কামরায় একজন ব্যক্তি নামায পড়তে পারেন এমন জায়গাও যদি নির্দিষ্ট (FIX) করে নেওয়া হয়, তবে তাও যথেষ্ট। এর জন্য আলাদা কোনো নির্মাণেরও প্রয়োজন নেই। **(ফয়জানে নামায, পৃ: ৫৩২, কিছুটা পরিবর্তনসহ)**

আরও তথ্যের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট থেকে **"ঘরে মসজিদ বানানো সুন্নাত"** পুস্তিকাটি পড়ুন এবং সাওয়াবের নিয়তে অন্যদের সাথেও শেয়ার করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রমযানুল মুবারকের সাজসজ্জাকারীদের জন্য আমিরে আহলে সুন্নাতের বার্তা ও দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ একটি অত্যন্ত সুন্দর, অনন্য এবং আনন্দদায়ক কথা বলতে যাচ্ছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! মাহে রমযানের শুভাগমন হতে চলেছে। এক

মহান মেহমান আসছেন। মেহমান যখন আসে তখন সাজসজ্জা ভালো লাগে। কতই না ভালো হতো যদি মাহে রমযান আসার আগেই আমরা আমাদের ঘরবাড়ি, দোকান ইত্যাদি সাজিয়ে রমযানকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিতাম।

এক্ষেত্রে এটি খেয়াল রাখা জরুরি যে, প্রত্যেকে যেন রমযান করীমের খুশিতে নিজের পকেট (নিজস্ব অর্থ) থেকে নিজ ঘর ইত্যাদি সাজায়। যদি অলিগলিও সাজানো সম্ভব হয়, তবে সেটিও ভালো কথা। তবে এই বিষয়টি মাথায় রাখবেন যে, যদি কারো কাছে 'জশনে বেলাদত' (ঈদে মিলাদুন্নবীর) সাজসজ্জার জন্য জমাকৃত চাঁদার টাকা থাকে, তবে সেই টাকা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। যেহেতু রমযান শরীফে সাধারণত এর অনুমতি নেই, তাই সেই চাঁদার টাকা দিয়ে এই ধরণের সাজসজ্জা করা যাবে না। যদি প্রথা বহির্ভূতভাবে মসজিদ বা মাদ্রাসার চাঁদার টাকা ব্যবহার করা হয়, তবে তা গুনাহ হবে।

আল্লাহ পাক রমযান করীমের আনন্দকে দ্বিগুণ করে দিন। সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনগুলো নিজ নিজ উদ্যোগে সাজসজ্জা করুন। তবে 'জশনে বেলাদত' এবং 'রমযানুল করীম'-এর সাজসজ্জার মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত যাতে দুটির মধ্যে স্বকীয়তা বজায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এমন বোর্ড লাগান যাতে "রমযানুল করীম মুবারক" লেখা থাকে। اِنْ شَآءَ الله আমিও আমার গরিবখানাকে (নিজের ঘরকে) সাজানোর নিয়ত করেছি।

হে আল্লাহ পাক! যে কেউ মাহে রমযানে নিজের ঘর, দোকান বা এলাকা সাজায়, তার ইন্তেকালের পর তার কবর মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত জ্বলমল করতে থাকুক, আলোকিত থাকুক।

www.dawateislami.net

মাইনে ঘর কো সাজালিয়া সুন লো - আউ খুশিয়ো কে ফুল, সাব চুন লো
কাশ! হো জায়ে খুশ মেরা রহমাঁ - ওয়াহ! কিয়া বাত মাহে রমযান কি

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়াঃ.....১
দরুদ শরীফের ফযিলত ১
ফারুকে আযম ﷺ এর জন্য মাওলা আলী ﷺ এর দোয়া ১
সম্মানীত মেহমানের স্বাগতম ২
মাসজিদুল হারাম শরীফের সাজসজ্জা ৪
সাতাশতম রাতের বিশেষ আয়োজন ৫
মসজিদে নববীতে প্রদীপ প্রজ্বলনের সূচনা..... ৬
মসজিদে লাইটিং (আলোকসজ্জা) করার রেওয়াজ অনেক পুরনো ৭
মসজিদ আলোকিত করার ফযিলত.....৭
জান্নাত সাজানো হয় ৯
জান্নাত কে সাজান?..... ৯
আল্লাহ পাকের জন্য ভালোবাসার উদাহরণ.....১১
মুঝকো রমযান ছে মহব্বত হে.....১২
মসজিদের সৌন্দর্য..... ১৩
মাহে রমযান شعائرُ الله বা আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত..... ১৩
দয়ালু মাস ১৫
মাহে রমযানের প্রতি ভালোবাসার অনন্য উদাহরণঃ ১৬
ইবাদত এবং মাহে রমযানের সম্মানে বিশেষ আয়োজন.....১৭
মাহে রমযানের লাইটিং এ (আলোকসজ্জায়) সতর্কতা..... ১৮
মসজিদের চাঁদা দিয়ে পবিত্র রমযানের সাজসজ্জা..... ১৮
ঘরে মসজিদ (নামাজের স্থান) বানানো সুন্নাত ১৯
রমযানুল মুবারকের সাজসজ্জাকারীদের জন্য আমিরে আহলে সুন্নাতের বার্তা ও দোয়া ২০

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net